R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of our toil
NIRMAN
"Piyal Kunja"
Kamal Kumar Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত (ধনাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৬ সাল। ২২শে নভেম্বর, ১৯৮৯ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

জঙ্গিপুর কেন্দ্রে বামপন্থী ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হিন্দুদের মধ্যে বি জে পি হাওয়া

রাজনৈতিক সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর কেন্দ্রে গত ১৯৮৪ এর নির্বাচনে সি পি এম প্রার্থী জয়নাল আবেদিন ও কংগ্রেসের মহঃ সোহরাবের মধ্যে বিধানসভা অনুযায়ী ভোটের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একটী বাদে সবকটী বিধানসভা কেন্দ্রে সি পি এম এগিয়ে ছিল। কেবল-মাত্র জঙ্গিপুর কেন্দ্রে যেটীতে কংগ্রেসের হবিবুর রহমান বিধায়ক হন সেটিতে মহঃ সোহরাব সি পি এমের তুলনায় ৮,৭৬২ ভোট বেশী পান। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় কংগ্রেসের শক্তিশালী নেতা ও বিধায়ক প্রয়াত লুৎফল হকের অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রে মহঃ সোহরাব সি পি এমের থেকে ৭,২১৩ ভোট কম পান। কংগ্রেস মহল তখন অভিযোগ তোলেন লুৎফল হক সাহেব মহঃ সোহরাবের বিরোধিতা করায় এই বিপর্য্যয় ঘটে। তদুপরি কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বের বিরোধিতা মহঃ সোহরাবকে এই পরাজয় বহন করে নিতে বাধ্য করেন বলেও অভিযোগ উঠে। আরোও আশ্চর্য্যের কথা যে সুতী বিধানসভা কেন্দ্রে মহঃ সোহরাব বিধায়ক হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হন, সেই কেন্দ্রে সোহরাবকে ৫৩১ ভোট বেশী পাইয়ে দেয়। এর কারণ অজ্ঞাতই থেকে যায়। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা সুতী কেন্দ্রের সরলা বসন্তপুরের চাঁই সম্প্রদায় সেবারে মহঃ সোহরাবকে ভোট দেওয়ায় এই অবস্থা ঘটে। কিন্তু এ বছর যা সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে ও ঐ অঞ্চল ঘুরে যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ওই সম্প্রদায় সোহরাবের প্রতি রুষ্ট এবং তাঁরা আর মহঃ সোহরাবকে ভোট দিচ্ছেন না। সমস্ত অঞ্চল ঘুরে যা মনে হয়েছে তাতে বামফ্রন্ট তথা সি পি এম ফরাক্কা থেকে খড়গ্রাম এই বিস্তীর্ণ ব্লকগুলির সিংহভাগ নিজেদের সমর্থনে আনতে সক্ষম হয়েছেন। তার উপর আর এস পি (২য় পৃঃ দ্রষ্টব্য

ভাগলপুরের হাঙ্গামার ঢেউ জঙ্গিপুর মহকুমায়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভাগলপুরের হাঙ্গামার ঢেউ জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমান-দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বলে খবর। ফরাক্কার মুসলিম এলাকায় একটি মিষ্টির দোকানে ১৫ দিন ধরে বিক্রি নাই। ক্ষুব্ধ দোকানের মালিক জানান, এখানকার মসলিমরা ঠিক করেছেন কোন হিন্দুর দোকান থেকে জিনিস কিনবেন না। আন্ধুয়া গ্রামে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তি দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের শান্তিপ্রিয় মানুষদের হস্তক্ষেপে ধামাচাপা পড়ে। ভাগলপুর থেকে বহু পলাতক মুসলমান ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, জঙ্গিপুর সম্মতিনগরে আশ্রয় নিয়েছেন ও অস্বাভাবিক কথাবার্তায় উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন বলে খবর। স্থানে স্থানে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জটলা ও ভারত বিরোধী আলোচনা শুরু হয়েছে। গোপন সভাও হচ্ছে বলে খবর। ৯ নভেম্বর রাম মন্দিরের শিলান্যাস হয়ে যাওয়ার খবরে এই সব স্থানের মুসলমানরা ভীতসন্ত্রস্ত এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই থমথমে আবহাওয়া রয়েছে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই ভোটের বাজারে গোলমালের আশংকায় কোন ভাবেই মুখ খুলতে রাজী নন। অন্যদিকে প্রসাসনিক কর্তৃপক্ষ গোপনে বিশেষ দৃষ্টি রেখে চলেছেন। থানাগুলিকে এই অবস্থার মোকাবিলায় অতিরিক্ত পুলিশ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহকুমার দিকে দিকে নির্বাচনী প্রচারের শেষ পর্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৫ নভেম্বর ফরাক্কা ব্যারেজ অঞ্চলে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার নতুন কৌশলে জোরকদমে চলতে দেখা যায়। বি জে পি তাঁদের প্রচারে ফরাক্কার মোড়ে মোড়ে স্ট্রিট করণার মিটিং এর সাথে সাথে যাদুর খেলা দেখান। বিকালে পোষ্ট অফিস মোড়ে এস ইউ সি আই নির্বাচনী জনসভা করেন। এই সভায় বক্তা হিসাবে ছিলেন প্রার্থী আব্দুস সঈদ। সি পি এম নির্বাচনী প্রচারে জ্যোতি বসু ও সরোজ মুখার্জীর টেপ করা ভাষণের ক্যাসেট ব্যবহার করেন। এ ছাড়াও তাঁরা পথ নাটিকা প্রদর্শন করেন। সাগরদীঘিতে সি পি এমের মহিলা কর্মীরা বাড়ী বাড়ী প্রচারে নামেন। তাঁরা পুরুষ মহিলা সমর্থকদের এক বিশাল মিছিল বার করেন গত ১৪ নভেম্বর। বালিয়া ও সাগর-দীঘিতে কয়েকটি নির্বাচনী সভাও হয়। তাতে বক্তব্য রাখেন জেলার সি পি এম ও ফঃ ব্লকের নেতারা। কংগ্রেসের প্রচারে প্রাক্তন বিধায়ক নৃসিংহ মণ্ডল গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন বলে সংবাদ পাওয়া যায়। বি জে পিও গ্রামে গঞ্জে প্রচারে নেমেছেন। তাঁদের দাবী এবারে তাঁরা হিন্দুদের ভোট সিংহভাগ টানতে পারবেন। বালিয়া প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে গত ১৯৮৪ এর মত জয়নাল বিরোধী হাওয়াও দেখা যাচ্ছে। তবে মোটের উপর সাগরদীঘিতে কংগ্রেস বিরোধী সি পি এম হাওয়া প্রবল বলে আমা-দের সংবাদদাতার মনে হয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এস ইউ সি আই এর ডাকে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রার্থী আব্দুস সঈদ, পুর কমিশনার মৃণাল ব্যানার্জী ও প্রাক্তন মন্ত্রী দলের নেতৃ প্রতিভা মুখার্জী বক্তব্য রাখেন। প্রতিভা (শেষ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৯৬ সাল

সাম্প্রদায়িক ফাঁদে গণতন্ত্র কাঁদে

হায় নির্বাচন! হায় গণতন্ত্র! রাজ্যের তিনটি জেলা নাকি অগ্নিগর্ভ। নির্বাচনের দিন কিংবা পূর্বে বা পরে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিতে পারে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ এবং সেইজন্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে এই তিনটি জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে সেনাবাহিনীকে 'ষ্ট্যাণ্ড বাই' রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব জায়গায় নির্বাচনে তেমন হাঙ্গামা বাধিলে সৈন্যবাহিনী ঝাঁপাইয়া পড়িবে। শুধু একটু ইঙ্গিতের অপেক্ষা। আর তাহাতে গণতন্ত্রকামী বহু নিরীহ মানুষের জীবনান্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু হাঙ্গামা কেন? তাহার আশঙ্কাই বা কেন? উত্তর ও খুব সহজ। অত্যন্ত স্পর্শকাতর জায়গায় খোঁচা মারিয়া এবারের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারকার্য চলিয়াছে। তাই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের এক পবিত্র কর্ত্তব্য যাহা ভারতের নাগরিকদের উপর ন্যস্ত আছে, তাহাতে এক কালিমার প্রলেপ দিয়া উদ্দেশ্য পূরণের পথে ছুটিয়াছে রাজনৈতিক দলগুলির এক বিশেষ গোষ্ঠী। নির্বাচনী প্রচার সভাতেও বিভিন্ন বক্তা সাম্প্রদায়িকতার উসকানিকে মূলধন করিয়া বক্তব্য রাখিয়াছেন। আসন্ন নির্ব্বাচনের পূর্বে পূর্বের নির্ব্বাচনে যে প্রচার কার্য হইত, তাহাতে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন কখনই তোলা হয় নাই। দলীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপদার্থতা, ব্যর্থতা প্রভৃতিকে ইস্যু করিয়া জনমানসে স্ব স্ব দলের প্রভাব বিস্তার করিতে নেতারা চেষ্টিত হইতেন, সেই প্রভাবে সাড়া দিয়া হিন্দু-মুসলমান-জৈন-শিখ খৃষ্টান নির্বিশেষে ভোটাররা মনোমত প্রার্থী বাছাই করিতেন।

এবারের নির্ব্বাচনে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা এক ফতোয়া দিলেন। প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়া গেল। এই রাজ্যেরই কোন কোন স্থানে দেওয়াল লিখন কাদা বা কালি দিয়া লেপিয়া দেওয়া হইল; ভোট বয়কটের জিগির উঠিল, নির্ব্বাচনী জনসভা প্রায় বানচাল হইল। অবশ্য ইহাও সত্য যে উক্ত ধর্মীয় নেতার ফতোয়ার বিরুদ্ধে তাঁহারই সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমরা অজস্র ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু পরম পরিতাপের কথা এই যে, যে সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রচারে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন টানিয়া নির্ব্বাচনী বক্তব্য রাখিয়াছেন তাঁহারা আদৌ শান্তিকামী মানুষ নহেন বলিয়া সকলেই মনে করিবেন। সাম্প্রদায়িকতার উগ্র বিষ তাঁহারা ছড়াইয়া দিয়া এমন বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন যে, আজ এই রাজ্যের তিনটি জেলায় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করিতে হইতেছে। এই সব রাজনৈতিক দল মানুষের মঙ্গল না চাহিয়া যেনতেন প্রকারেণ রাজনীতির ফায়দা লুটিবার মতলব করিতেছেন।

এই পরিস্থিতিতে ভোটারদিগকে সচেতন থাকিতে হইবে। আপনার বিচার বুদ্ধির দ্বারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে হইবে। কট্টর সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করা একান্ত কর্তব্য। কেননা দেশে সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া সুস্থ নাগরিকজীবন যাপনই একান্ত কাম্য। সাম্প্রদায়িকতা এক বিরাট শত্রু দেশের আপামর মানুষের। যাহারা সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চায়, তাহাদের সমুচিত জবাব দেওয়া দরকার দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতিরে। তাহা না হইলে এই মহৎ গণতন্ত্র কলঙ্কিত হইয়া পড়িবে।

বি জে পি হাওয়া

(১ম পাতার পর)

এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের যে সি পি এম বিরোধিতা নির্বাচন ঘোষণার ক'দিন আগেও তীব্র ছিল তা এখন রীতিমত স্তিমিত। এখন সবকটি বামদলই বুঝেছেন তাঁরা পরস্পরে যদি খেয়োখেয়ি করেন তবে তাতে তাঁদেরই ভরাডুবি ঘটিয়ে কংগ্রেসের সুবিধা করে দেবে। সে কথা বুঝেই সুতী কেন্দ্রের বিধায়ক শিস মহম্মদ এবং জঙ্গিপুরের গতবারের পরাজিত প্রার্থী প্রাক্তন আর এস পি বিধায়ক আবদুল হক জঙ্গিপুরে সর্বশক্তি নিয়ে সি পি এম সমর্থনে সোচ্চার। ফল হয়েছে দুটি বিধানসভা কেন্দ্রেই বামফ্রন্টের ভাবমূর্ত্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এবং প্রার্থী জয়নালের জয়ের সম্ভাবনা বেশ প্রবল। তবে এবারে বি জে পি-র প্রচার গ্রামে-গঞ্জে প্রবল এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব যে ভাবে হিন্দুমনকে নাড়া দিয়েছে তাতে সমগ্র কেন্দ্রে হিন্দু জাগরণের এবং বি জে পি সমর্থনের হাওয়া জোরদার। এখন বি জে পি জোর দিয়েছেন তাঁদের প্রতি মুসলমানদের বিদ্বেষের মনোভাব অন্ততঃ কিছু কমিয়ে এনে মুসলীম ভোট কংগ্রেস ও সি পি এমের বাক্স থেকে কেটে নেওয়া। তাই তাঁরা বি জে পির মুসলীম নেতা সাবিরুদ্দিন ইসলামকে দিয়ে জেলায় নির্ব্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন। বি জে পি-র পক্ষে আশা যদি তাঁরা যৎসামান্য মুসলীম ভোট পেতে পারেন এবং তার সঙ্গে হিন্দু ভোট ব্যাপকভাবে টানতে পারেন তবে এই কেন্দ্রে তাঁদের প্রার্থীর অংশ্যই জয়লাভ ঘটবে। তবে এই প্রতিবেদকের বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে যা মনে হয়েছে তাতে সে আশা আকাশকুসুম-মাত্র। কেননা এ অঞ্চলে ক'-গ্রেসের নিজস্ব কয়েকটি ভাল পকেট রয়েছে। অন্যদিকে সি পি এম তার নিজস্ব নির্ব্বাচন মেশিনারীর মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বি জে পিকে সাম্প্রদায়িক গোলমাল সৃষ্টিকারী ও কংগ্রেসের পুনর্জীবনের সহায়ক দল বলে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। এমন কি প্রচারে তারাই মুসলীমদের বোঝাতে পেরেছেন বি জে পি কোন রকমে জয়ী হতে পারলে মুসলীমদের বিপদ ঘটবে। রাম জন্ম ভূমি, রামশিলা পূজা ইত্যাদির ব্যাপক প্রচার সি পি এম, মুসলীম গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়ে এবং রাজীব সরকারকে ঐ সব হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক বলে প্রমাণ করতে পেরেছেন বলে এই প্রতিবেদকের ধারণা হয়েছে। এর ফলেই গোঁড়া হিন্দুরা বি জে পির সমর্থনে এগিয়ে এলেও প্রগতিশীল হিন্দু এবং মুসলমানদের বৃহদংশ বি জে পি বিরোধীতা করার মানসেই বামফ্রন্টকে জয়ী করে দেবে। হয়তো এমন অবস্থাও দাঁড়াতে পারে বাম প্রার্থীর সাথে বি জে পি প্রার্থীর সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। কংগ্রেস দল অবশ্য মনে করে তাদের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব যে ভাবে অরুণ নন্দার বিজ্ঞাপন সংস্থা রিডফিউশন মারফৎ দলের ভাবমূর্ত্তি বাড়াতে বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন এবং সেই ভাবে প্রচারে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন, তাতে তাদের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। এটা যে খুব একটা মিথ্যা নয় তা প্রমাণিত হয় গত লোকসভা নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয়লাভে। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না পঃ বাংলার মত এক রাজনীতি সচেতন রাজ্যে ঐ প্রচারে তেমন কোন মূল্য নেই। যার প্রমাণ পঃ বঙ্গ রেখে গেছে গত ১৯৮৪ নির্ব্বাচনে। কংগ্রেস বিপুল পরিশ্রম ও পয়সা খরচ করেও সে নির্ব্বাচনে লোকসভায় মাত্র ১৬টি আসন পঃ বঙ্গে লাভ করে। এই প্রতিবেদকের ঘুরে ঘুরে এই ধারণাই জন্মেছে যে কাগুজে বিজ্ঞাপন এ অঞ্চলের মানুষকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি।

বিশেষ নির্বাচনী সংবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহকুমা নির্বাচনী অফিস সূত্রে জানা যায় এবার ভোট দানের সময় একঘন্টা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সকাল ৭-৩০ মিঃ বুথ খোলা হবে এবং বন্ধ হবে বিকাল ৪-০০ মিঃ। ডাকযোগে ব্যালট পেপার জমা নেওয়ার শেষ দিনও ১৭ নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে ২০ নভেম্বর করা হয়। ঐ সূত্র থেকে আরো খবর পাওয়া যায় পঃ বঙ্গে ভোট পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা দেখার জন্য কেন্দ্রীয় জয়েন্ট সেক্রেটারী অব লেবার ডিপার্টমেন্ট মিঃ নিমবালকার প্রেস, প্রার্থী ও জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার মতো এখানেও আসছেন।

কাকে ভোট দেবো, কেনই বা দেবো ?

মৃণাল ব্যানার্জী

এক নয়, দুই নয়, পর পর আট আটটি লোকসভা নির্বাচন হয়ে গেছে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে। এবারে নবম নির্বাচন। ভেবে দেখতে হবে এই নবম নির্বাচন কি নতুন প্রতিশ্রুতি বহন করে আনছে দেশবাসীর সামনে। আমার বক্তব্যে 'কাকে ভোট দেবো'। মানে কোন দলকে ভোট দেবো, কেনই বা দেবো অর্থাৎ কি কারণে দেবো এই সুরের প্রতিফলন ঘটবে লিখিত প্রতিবেদনে।

একথা ভুলে যাওয়া চলে না যে দেশে নবম লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে এমন একটা পটভূমিতে যে দেশের (ভারতবর্ষের) প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস দলের সভাপতি মাননীয় রাজীব গান্ধী বফর্স কেলেঙ্কারীর মত দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত এবং একথাও সত্য যে বিরাধী সদস্যহীন লোকসভা এখনও জীবিত।

রাজীব গান্ধী পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত স্বৈরাচারী ফ্যাসীবাদী নীতি এবং পদক্ষেপ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক অভূতপূর্ব সংকট ও জটিলতার সৃষ্টি করেছে। নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে, বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে। (সরকারী হিসেবে রেজিষ্ট্রীকৃত বেকার ৩ কোটি ২৪ হাজার) কলকারখানাগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ; রুগ্ন শিল্প বাড়ছে লক আউট, লে-অফ, ক্লোজার অবাধে চলেছে (যার সংখ্যা কম করে দু লক্ষ) সুপরিকল্পিতভাবে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে সংকুচিত করা হচ্ছে। শাসক কংগ্রেস (ই) দলের পক্ষ থেকে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিগুলিকে উস্কানী দেওয়া হচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতা বিচ্ছিন্নতাবাদকে জাগিয়ে দিয়ে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে গোটা দেশকে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে যার পরিণতিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পর্য্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। এই সব মিলিয়ে গোটা দেশে এক চূড়ান্ত সংকট। প্রশ্ন—এগুলো হচ্ছে কেন ? করছে কারা ? এ সমস্ত সংকটের জন্ম দিচ্ছে কে বা কারা বা কোন ব্যবস্থা। অদৃশ্য হাতের খেলা নিশ্চয়ই নয়। ভাবুন তো একবার লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত ৪২ বৎসর আগে। আজ যাঁরা দেশ পরিচালনা করছেন তারাতো দেশেরই মানুষ। যেদিন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল ঘোষণা করেছিলেন 'দেশের প্রতিটি মজুতদার-দের, মুনাফাখোরদের, কালবাজারীদের ল্যাম্প-পোষ্টে ঝুলিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে' তাঁর সেই ঘোষণা আজ বাঙ্গে পরিণত হয়নি কি ? (মাঝে ১৯ মাসের জনতা দলের শাসন বাদ দিলে) টানা ৪২টি বছরে শাসক কংগ্রেসের দেশ পরিচালনার ফলে দেশের ৭০ কোটি মানুষের মধ্যে ৭০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে নেমে গেল কেন ? কেন দেশের মোট জনসমষ্টির ৬৮½ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। কেন দেশে ২ কোটি ৫০ লক্ষ গৃহহীন ? কেন শিশু মৃত্যুতে আমাদের দেশ বিশ্বে প্রথম স্থানাধিকারী ? কেন স্বাস্থ্যখাতে সপ্তম পরিকল্পনায় সমগ্র বাজেটের ১'৮ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ হয় মাত্র ? কেন শিক্ষা বাজেট ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় ৭'২৫ থেকে কমতে কমতে ১'২৫ শতাংশে এসে দাড়ায় ? কেন দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৪ কোটি ৪০ লক্ষতে এসে পৌঁছায় এবং বিশ্বে প্রথম স্থান দখল করে ? কেন বৈদেশিক ঋণ ৮৯ সালে এসে ৬৯,৭০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে ? কেন ৮৯ ৯০ সালে বৈদেশিক ঋণের জন্য সুদ দিতে হয় চৌদ্দ হাজার একশো পঞ্চাশ কোটি টাকা? কেন ভূমিহীন ক্ষেত মজুরের সংখ্যা ৭ কোটিতে পৌঁছে গেল ? কেন জনসাধারণের উপর শেষ ৪ বছরের রাজীব গান্ধীর শাসনে বাজেট ও বাজেট বহির্ভূতভাবে পেট্রল, নিউজ-প্রিন্ট, কয়লা, সার, চাল, গম, ডাক ও টেলিফোনের শুল্ক, রেলের শুল্ক ইস্পাতে বাড়তি কর বসাতে হলো আরো দুশো কোটি টাকা ? কেন চতুর্থ অল ইণ্ডিয়া সার্ভে অব এডুকেশনের হিসাব অনুযায়ী দেশের মানুষ জানতে পারছেন যে দেশে ১ লক্ষ ৯১ হাজার জনবসতিতে কোন স্কুল নেই। শতকরা ৪০টি প্রাথমিক স্কুলে পড়ানোর কোন সরঞ্জাম নেই, শতকরা ৬২টি প্রাথমিক স্কুলে আটটি ক্লাসে পড়াবার জন্য মোট একজন বা দুইজন শিক্ষক আছে। ৩০০০ স্কুলে কোন শিক্ষকই নেই। নেই নেই আর নেই, সাধারণ মানুষের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর সাধ্য নেই এই কংগ্রেস দলের এবং তাদের নীতির। কিন্তু আছে, পুঁজিপতি শ্রেণীর। চোখ খুললেই দেখতে পাবেন। পাশাপাশি মিলিয়ে দেখুন ৮৬ সালে বিড়লার সম্পত্তি ২২৬৬'০৯ কোটি টাকা। টাটার ৪৫১৬'১৬ কোটি টাকা। কর বাদ দিয়ে বিড়লার লাভ ৩৪৬'৩০ কোটি টাকা আর টাটার ২৮৭'৬৪ কোটি টাকা। দেশের মানুষ অর্দ্ধাহারে, অনাহারে মরছে। শ্রীলংকায় ভারতের দাদাগিরির স্বার্থে সৈন্যবাহিনীর পিছনে ব্যয় হচ্ছে ১২০০০ কোটি টাকা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনকল্যাণ খাতে সরকারী ব্যয় কমছে, আর ব্যয় বাড়ানো হচ্ছে অনুৎপাদক সামরিক খাতে। ৬০ সালে সামরিক বাজেট ছিল ৪০০ কোটি টাকা আর ৮৮ সালে বেড়ে দাড়িয়েছে ১৩০০০ (তেরো হাজার কোটি) টাকা। কেন ? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেড়ে যাচ্ছে কি করে ? ১৯৮১ সালে ৩১৯টি ৮৬ সালে হলো ৭৬৪টি, ৮৭তে ৭১১ এবং ৮৮ তে ৬১০টি, এর মধ্যে ১৯৮৭র মালিয়ানা হত্যাকাণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাবে হিন্দু শিখ দাঙ্গা, আসামে অসমীয়-বাঙ্গালী, ত্রিপুরায় উপজাতি-অউপজাতি, বিহার উত্তর প্রদেশে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, পশ্চিমবাংলায় ঝাড়খণ্ডী আন্দোলন, গোর্খাল্যাণ্ড এত সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটছে রাজীব গান্ধীর জমানায়। ৯ম লোকসভা নির্বাচনের মুখে সর্বশেষ অবদান রাবরি মসজিদ রাম জন্ম ভূমি বিতর্ক। হোতা কে ? কংগ্রেস (ই)। কোন সুস্থ নাগরিক কংগ্রেস দল পরিচালিত এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারেন কি ? আমরা তো জানি 'দল' মানেই হচ্ছে শ্রেণীর দল। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কংগ্রেস দল দ্ব্যর্থহীন ভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর দল। এবং সেই পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় নিমগ্ন পুঁজিবাদের সেবাদাস। সুতরাং সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি কংগ্রেস দলকে ভোট দিতে পারি না, দেবো না। এর পরে প্রশ্ন আসে তবে কি সি পি আই এম প্রভাবিত বামফ্রন্ট নাকি বি জে পি অথবা জনতা। আসুন তাহলে সি পি এম দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিচালনার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করি। কি দেখছেন ৭৭ থেকে ৮৯। কংগ্রেস (ই) সলের সঙ্গে এই সমস্ত দলের নীতিগত কোন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন কি ? তাইতো দেখা যায় বারো বছরের শাসনে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র উল্লেখযোগ্য কোন সেচ ব্যবস্থাই বামফ্রন্ট সরকার গড়ে তোলেননি। কৃষির উন্নয়ন বলতে বামফ্রন্ট শাসনে কিছুই হয়নি। এ সম্পর্কে কার্যকরী কোন পরিকল্পনাও নেই। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আলিপুর ট্রেজারী, হেঙ্গল ল্যাম্প, ট্রাম কেলেংকারীর ঘটনায়। বি জে পি। এই দলও পুঁজিপতি শ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত। পুঁজিবাদেরই সেবা করবে, অগণিত মানুষের - সার্বিক মুক্তির রাস্তা দেখাতে পারে না এ দল। জাতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনে পক্ষপাতী। আমার ভোট এখানেও দেওয়া যায় না।

গণ আন্দোলনের পথেই দেশের সর্বাত্মক সংকটের মুক্তি আসবে। এই সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক। তাই গণ আন্দোলনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রার্থী এই কেন্দ্রের প্রার্থী আব্দুস সঈদ, চিহ্ন তার সাইকেল তাকেই দেবো আমার ভোট। দেবো এই কারণে—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারী, গরিবী সমাজের ঘুণেধরা সমাজটাকে পাল্টাতে গেলে চাই গণ আন্দোলনের জোয়ার।

পরিচিত কংগ্রেস ও সি পি এম কর্মী বি জে পির প্রচারে।

জঙ্গিপুর : জঙ্গিপুর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বহু কর্মী ও নেতা প্রকাশ্যে বি জে পি-র পক্ষে প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন। এই সব কং (ই) নেতাদের মধ্যে বিজয়ভূষণ সিংহ রায় (বিনু), হারু সিং, সৃষ্টিচরণ দাস, কৈলাসপতি সিংহ, কালু স্বর্ণকার রয়েছেন বলে জানা যায়। এঁরা প্রত্যেকেই বিগত নির্বাচনে কং (ই) পক্ষে কেউ প্রার্থী হয়েছেন (পুর নির্বাচনে) কেউ বা প্রকাশ্যে কং (ই)র প্রচার চালিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, সক্রিয় কর্মী আঃ রোফ কং (ই) প্রার্থী মহঃ সোহরাবের পক্ষে কাজ করছেন না বলে ঘনিষ্ঠ মহল থেকে খবর পাওয়া গেছে। অন্যদিকে জঙ্গিপুর শহর তথা গ্রামাঞ্চলের বহু কর্মী সি পি এম পরিত্যাগ করে বি জে পির পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। এঁদের মধ্যে আছেন মিঠিপুরের মানস পাণ্ডে, রামপুর গ্রামের জহরলাল সরকার, সুনীল সরকার ছাড়াও বহু সি পি এম কর্মী।

দুঃসাহসিক বাস ডাকাতি

সাগরদীঘি : গত ২১ নভেম্বর ভোরে রঘুনাথগঞ্জ থেকে কলকাতাগামী লাক্সারী বাসটি এই থানার হরিরামপুর ও চাঁদপাড়া গ্রামের মাঝামাঝি দুবৃত্তদের কবলে পড়ে। খবর, মির্জাপুর ষ্টপেজ থেকে দু'জন দুর্বৃত্ত যাত্রী সেজে বাসে উঠে। হরিরামপুর পার হলে তারা চলন্ত বাসের ড্রাইভারের চোখ মুখ কাপড় দিয়ে চেপে ধরে ও গলায় পিস্তল চেপে বাস থামাতে বাধ্য করে। বাসটি থামলে আরও ৮/১০ জন দুবৃত্ত বাসে উঠে ও যাত্রীদের কাছ থেকে নগদ টাকা, ঘড়ি, গয়না ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। যাবার সময় তারা কয়েকটি বোমাও ফাটায়। দুর্বৃত্তদের হাতে কয়েকজন যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হন। দশ মিনিটের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ টাকা লুট করে ভোরের অন্ধকারে তারা গা ঢাকা দেয়।

শক্তি এমন-স্টীল যেমন

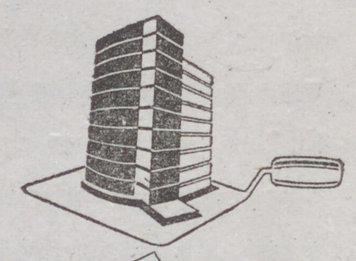

দুর্গাপুর সিমেন্ট

একটি বিড়লা প্রতিষ্ঠান

ফ্যাক্টরী : দুর্গাপুর-৭১৩২০৩ (পশ্চিমবঙ্গ)

কলকাতা অফিস : বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১ আর এন মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

DPS/DC-081

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন?

বাড়ী করার জন্য লোন চায়? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার

DILSONS MUTUALISER

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ ধুলিয়ান শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নির্বাচনী প্রচারের শেষ পর্যায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মুখার্জী বলেন—পুঁজিবাদী কংগ্রেসকে উচ্ছেদ করে নতুন দুনিয়া গড়তে হবে, তার জন্য সত্যকারের মার্ক্সবাদী দলকে নির্বাচনে জয়ী করতে হবে। সি পি এম, সি পি আই, আর এস পি এরা মার্ক্সবাদী বলে বড়াই করলেও এঁদের ভূমিকা কংগ্রেস বিরোধী নয়। এঁরা কেন্দ্রে ক্ষমতালাভের স্বপ্নে মসগুল। তাই এঁরা পুঁজিবাদীদের সেবা করে চলেছেন। ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় মিঠিপুরে এক নির্বাচনী জয়ায়েতে সি পি এমের জেলা নেতা হরনাথ চন্দ্র বক্তব্য রাখেন। শ্রীচন্দ্র বলেন—ধর্মীয় জগতের নেতারা ধর্মের কথা নিশ্চয়ই বলবেন। কিন্তু তাঁরা রাজনীতির কি জানেন? তাঁরা রাজনীতি করবেন কেন? দিল্লীর শাহী ইমাম বলছেন—কংগ্রেস মুসলমানদের শত্রু। মুসলমানরা যেন কংগ্রেসকে ভোট না দেন। অপর দিকে বর্তমান নির্বাচনে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী দল বি জে পি রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে গত ১৯ নভেম্বর এক নির্বাচনী জনসভা ডাকেন। তাতে প্রচুর জন সমাগম হয়। কিন্তু ঘোষণা মত জেলা নেতা সাবিরুদ্দিন ইসলাম না আসায় অনেকে হতাশ হন। চিত্ত মুখার্জী তাঁর বক্তব্যে সুস্থ সাংবাদিকতা 'বর্তমান' পত্রিকা ছাড়া কোন সংবাদপত্র করছেন না বলে অভিযোগ তোলেন। তিনি স্থানীয় সংবাদপত্রে তাঁদের সাম্প্রদায়িক দল বলে প্রচার চালানোয় সাংবাদিকদের ধাপ্পাবাজ বলে ধিক্কার দেন। তাঁর বক্তব্যেও সি পি এম এবং কংগ্রেসের সংবাদ পত্র বিরোধী বক্তব্য ফুটে উঠে। উত্তেজিত শ্রীমুখার্জী শালীনতা হারিয়ে মন্তব্য করেন, এই সব সংবাদ পত্র ও সাংবাদিকদের মা বোনদের ইজ্জত মুসলমানদের দ্বারা লাঞ্ছিত হলে তখন তাঁরা বুঝবেন অবস্থাটা কি? শ্রীমুখার্জী আরোও বলেন, কংগ্রেস মুসলীম-লিগের চেয়েও সাম্প্রদায়িক! বর্তমান এম পি ও এম এল এরা এ অঞ্চলে বাংলাদেশের চোরাকারবারীদের মদত দিচ্ছে। সি পি এমের নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য মুসলীমদের গ্রামে প্রচার চালাচ্ছেন —এ তোট সাম্প্রদায়িক ভাবেই হচ্ছে। আপনারা সে ভাবেই ভোট দিবেন। প্রার্থী ডঃ ধনঞ্জয় দাস তাঁর ভাষণে বলেন—বি জে পি হিন্দু রাষ্ট্রের দাবী তুলবে। মুর্শিদাবাদে অনুপ্রবেশকারীদের উচ্ছেদ করবে। তিনি সি পি এমের সমালোচনায় বলেন এঁরা ভোটের লোভে অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছে। তাদের নাগরিকত্ব পাওয়ায় সাহায্য করছে। বক্তা অজিত মৈত্রের বক্তব্যেও ছিল সি পি এমের উপর তীব্র আক্রমণ ও কংগ্রেস বিরোধিতা। এবারের নির্বাচনে সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার জঙ্গিপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস কোন বড় সভা করতে বা কোন বড় নেতাকে নিয়ে এসে প্রচারে নামাতে পারেনি।

ঢেউ জঙ্গিপুর মহকুমায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও গাড়ী দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশের জনৈক মুখপাত্র জানান। তিনি আরোও জানান, কাটরা মসজিদের ঘটনা ছিল শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদে সীমাবদ্ধ, কিন্তু ভাগলপুরের ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছে পঃ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। তার উপর ফরাক্কা ব্লকের অর্জুনপুরের তিন মুসলিম ব্যাপারী ভাগলপুরে গিয়ে আর ফিরে না আসার ঘটনায় মুসলিমদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। আরো খবর, কিছু দুর্ধর্ষ মুসলিম যুবক সাগরদীঘি ব্লকের গাদী কালী মন্দিরে পূজো দিতে যাওয়া ধর্মপ্রাণ কিছু হিন্দুকে বাধা দেওয়ায় ওখানকার আবহাওয়া গরম হয়। স্থানীয় মহকুমার চাঁইদের মেয়েরা মুসলমান গ্রামে তরিতরকারী বিক্রী করতে গেলে তাদেরও বাধা দেওয়া হয় এবং গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে খবর পাওয়া গেছে। মোট কথা মহকুমার হিন্দু প্রধান গ্রামের মুসলমানরা ও মুসলমান প্রধান গ্রামের হিন্দুরা শঙ্কিত অবস্থা বর্তমানে দিন কাটাচ্ছেন।